বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬

(২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন)

বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও উহার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধন ও উন্নততর সেবা প্রদানের নিমিত্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও বেসরকারিকরণ কমিশন একীভূতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও উহার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধন ও উন্নততর সেবা প্রদানের নিমিত্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও বেসরকারিকরণ কমিশন একীভূতকরণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

*এস, আর, ও নং ২৬৬-আইন/২০১৬, তারিখ: ২৩ আগস্ট, ২০১৬ ইং দ্বারা ১৭ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "অনুমোদনপত্র" অর্থ বেসরকারি খাতে কোন শিল্প স্থাপনের বিষয়ে ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত অনুমোদনপত্র;

(২) "অনুমোদিত শিল্প" অর্থ ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন বেসরকারি খাতে অনুমোদিত কোন শিল্প;

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) "নির্বাহী চেয়ারম্যান" অর্থ নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান;

(৬) "নির্বাহী পরিষদ" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত নির্বাহী পরিষদ;

(৭) "নির্বাহী সদস্য" অর্থ নির্বাহী পরিষদের সদস্য;

(৮) "নীতিমালা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত নীতিমালা;

(৯) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১০) বিধি অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১১) "ব্যক্তি" অর্থে বাংলাদেশের কোন নাগরিক, বিদেশি কোন নাগরিক, সংঘ, সমিতি, অংশীদারি কারবার এবং কোম্পানিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) "বেসরকারি খাত" অর্থ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিংবা সরকারের জন্য সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষিত নহে এইরূপ কোন শিল্প বা বাণিজ্যিক খাত;

(১৩) "সদস্য" অর্থ গভর্নিং বোর্ডের কোন সদস্য;

(১৪) "সচিব" অর্থ কর্তৃপক্ষের সচিব; এবং

(১৫) "সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ-

(ক) কোন শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যাহা সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা তদ্‌কর্তৃক স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত বা গঠিত কোন কর্পোরেশন, ট্রাস্ট, বোর্ড, কোম্পানি; অথবা

(খ) অন্য যে কোন প্রকারের প্রতিষ্ঠান যাহা সরকার হস্তান্তর করিবার অধিকারী; এবং

(গ) দফা (ক) এ উল্লিখিত শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং দফা (খ) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের বা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ, স্বত্ব, স্বার্থ বা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার অধিকারসহ অন্য যে কোন অধিকারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ [Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)] নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার

সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যালয়

৫। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

গভর্নিং বোর্ড

৬। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্নিং বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রধানমন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী , যিনি ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(চ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ছ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(জ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঝ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঞ) নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(ট) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঠ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ড) সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ;

(ঢ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(ণ) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; এবং

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশেষায়িত চেম্বারের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, যাহার মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা থাকিবেন।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান গভর্নিং বোর্ডের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) গভর্নিং বোর্ড প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) গভর্নিং বোর্ড উহার সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৫) গভর্নিং বোর্ডের কোন সদস্য পদের শূন্যতা এবং বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবেনা এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

গভর্নিং বোর্ডের সভা

৭। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, গভর্নিং বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) গভর্নিং বোর্ডের সকল সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান গভর্নিং বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে গভর্নিং বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং তাঁহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) গভর্নিং বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) গভর্নিং বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) গভর্নিং বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত কোন ব্যক্তি সভায় তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন; তবে তাঁহার ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি

৮। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি হইবে নিমরূপ, যথা:-

(১) বেসরকারি খাতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

(২) বেসরকারি খাতের শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারের নীতি বাস্তবায়ন;

(৩) বেসরকারি খাতের শিল্প বিনিয়োগ-তফসিল প্রণয়ন এবং উক্ত খাতের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ;

(৪) বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপনের জন্য এলাকা-তফসিল প্রণয়ন এবং উক্ত এলাকার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ;

(৫) বেসরকারি খাতে দেশি ও বিদেশি পুঁজি সংবলিত শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ও নিবন্ধীকরণ;

(৬) বেসরকারি খাতে শিল্প বিনিয়োগের খাত ও সুযোগসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দেশে ও বিদেশে উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা;

(৭) বেসরকারি খাতে শিল্প বিনিয়োগ উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কৌশল উদ্ভাবন ও উহার বাস্তবায়ন;

(৮) বেসরকারি খাতে শিল্পের অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিকরণ;

(৯) বেসরকারি খাতের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশি কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারী নিয়োগের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(১০) বেসরকারি খাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পর্যায়ক্রমিক স্থানীয় উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(১১) বেসরকারি খাতে শিল্প-বিনিয়োগ-পুঁজি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১২) সকল প্রকার শিল্প-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ, বিতরণ এবং তদুদ্দেশ্যে তথ্যভান্ডার (data bank) স্থাপন;

(১৩) সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ইহার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য-

(ক) হস্তান্তর বা বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে চিহ্নিতকরণ এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীকে বরাদ্দ প্রদান এবং ইহার আংশিক বা সম্পূর্ণ শেয়ার হস্তান্তর;

(গ) হস্তান্তর বা বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) হস্তান্তর বা বরাদ্দ প্রদান এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করিয়া সরকারকে পরামর্শ প্রদান;